ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম ৮

065

৩৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত শ্রীবর্দীতে গুলীবর্ষণ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা ঢাকা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রের মোট ৩৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইয়াছে। গতকাল ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ৭ জন, তেজগাঁও কলেজে ৫ জন, বাংলা কলেজে একজন, সিটি কলেজে দুইজন, হাবিবুল্লাহ কলেজে ৫ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ঢাকার বাহিরে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে একজন, সিঙ্গাইর কলেজে ৫জন, ফরিদপুরের সরকারী রাজেন্দ্র কলেজে ৫ জন এবং সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজে ৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

শেরপুর সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, গতকাল (রবিবার) শ্রীবর্দী কলেজ কেন্দ্রে এইচ, এস, সি পরীক্ষা চলাকালে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় ৩ জন আনসার, ৩ জন মহিলা ও ২ জন ছাত্র আহত হয়। তন্মধ্যে ৫ জন গুলীবিদ্ধ হয়। গুরুতর অবস্থায় ৪ জনকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে।

প্রকাশ, আজ বেলা ১১টায় শ্রীবর্দী কলেজ কেন্দ্র হইতে জনৈক

(১২শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

৩৬ জন বহিষ্কৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার্থী নকলের সন্ধানে হল হইতে বাহির হইয়া আসিলে কর্তব্যরত আনসার তাহাকে বাধা দেয়। এই নিয়া কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে আনসার লাঠিচার্জ করে। এই সময় উত্তেজিত জনতা তাহার হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া নিয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিলে সে মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটিতে পড়ন্ত অবস্থায় গুরুতর আহত আনসার ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। ফলে নিকটবর্তী স্থানে ইট ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত শরফুলী বেগম (৫০), ওমর শেখ (৪৫), ছাত্র রহমত আলী (২০), তারেক (১৮) ও পথচারী চান মিয়া (৩০) গুলীবিদ্ধ হয়। অপরদিকে বহিরাগতদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে ভাঙ্গারী শ্রমিক নাইলা বেগম (১০), আয়শা খাতুন (৩০) ও ল্যান্স নায়েক সোহরাওয়ার্দী আহত হয়। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, আনসাররা বিনা উস্কানিতে ৫ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। ডিসি, এসপি জানান, আত্মরক্ষার্থে আনসাররা দুই রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে।

পাকেরহাট কলেজ কেন্দ্রে ফাঁকা গুলী

দিনাজপুর হইতে আমাদের সংবাদদাতা ফোনে জানান, গতকাল (সোমবার) এইচ,এস,সি পরীক্ষার সময় খানসামা উপজেলার পাকেরহাট কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দুইজনকে বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক অপ্রীতিকর ঘটনায় একজন পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হয়। প্রকাশ, দিনাজপুরের এডিএম দুইজন [illegible]

[illegible] সম্ভবিত্যাহারে কেন্দ্র হইতে বাহির হওয়ার সাথে সাথে বহিরাগত একদল যুবক তাহাদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এইসময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হইলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সময় উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুলী করার নির্দেশ দিলে ১৮ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করা হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। পরে [পরি]স্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসিলে [পর]ীক্ষা অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে [সম্]পন্ন হয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া প্রসঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্য[মি]ক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষাসমূ[হে]র নিয়ন্ত্রক জনাব দলিল উদ্দিন [...]গুল গতকাল (সোমবার) জানান [যে], প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার [ব্য]াপারটি নিছকই কল্পনাপ্রসূত। [যে] পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র বিতরণ [ক]রা হইয়া থাকে তাহাতে ইহা [ফ]াঁস হওয়ার কোন উপায়ই থাকে না। তবুও গতকাল ইত্তেফাকে নারায়ণগঞ্জে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় কলেজ সমূহের অধ্যক্ষদের সাথে যোগাযোগ করিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ফায়দা লুটিবার জন্য এই ধরনের গুজব ছড়ায়।